

সিরাজগঞ্জে ৪৯২ প্রা. স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই!

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ৪৯২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন অভিভাবক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সচেতন মহল। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সহকারী শিক্ষক পদ থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ এবং প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার কারণে জেলার ৪৯২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও ৬৬৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। যে কারণে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ বিদ্যালয়গুলো চলছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে। বিদ্যালয়গুলো যে কারণে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে অপরদিকে বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ করতে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণ তাদের ক্লাস নিতেও সমস্যায় পড়েছেন। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক পদে শতকরা ৬৫ ভাগ পদোন্নতি এবং ৩৫ ভাগ নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রয়েছে। অথচ এই নীতির বাস্তবায়ন না হওয়ায় সিরাজগঞ্জ জেলা জুড়ে এ সমস্যা প্রকট আকার

ধারণ করছে দীর্ঘদিন ধরে। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে জেলার উল্লাপাড়া ৭১টি প্রধান শিক্ষক এবং ৫৮টি সহকারী, কাজিপুরে ৮২টি প্রধান শিক্ষক এবং ১৩০টি সহকারী, কামারখন্দে ২১টি প্রধান শিক্ষক এবং ৪২ সহকারী শিক্ষক, চৌহালিতে ৩৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ১২৮টি সহকারী শিক্ষক, তাড়াশে ৫৫টি প্রধান শিক্ষক এবং ১৭টি সহকারী শিক্ষক, বেলকুচিতে ৫১ প্রধান শিক্ষক এবং ৬৫ সহকারী শিক্ষক, রায়গঞ্জে ৫১ প্রধান শিক্ষক এবং ৬৪ সহকারী শিক্ষক, শাহজাদপুরে ৬৪ প্রধান শিক্ষক এবং ১০০ সহকারী শিক্ষক এবং সিরাজগঞ্জের ৬৩টি প্রধান শিক্ষক এবং ৬৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এ ব্যাপারে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম সাময়িক ব্যাহতের কথা স্বীকার করে বলেন, ইতিমধ্যেই শতকরা ৬৫ ভাগ পদোন্নতির জন্য ৩৩২ জনের তালিকা করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকি ৩৫ ভাগ নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে অধিদপ্তর নিয়োগ দিবে যা প্রক্রিয়াধীন আছে। সহকারী শিক্ষকের ব্যাপারে তিনি বলেন নতুন নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে এ পদগুলি পর্যায় ক্রমে পূরণ করা হবে।